Islamic Intellects and Outreach Society
A small endeavor for the boundless blessings of the Next Realm

To the halaqa speakers: এই ডকুমেন্টে আমরা প্রত্যেক আয়াতের জন্য ৩টা তাফসীর থেকে ব্যাখ্যা সংযোজন করেছি। যাতে সহজেই একটি আয়াতের বিভিন্ন তাফসীরের ব্যাখ্যা এক জায়গা থেকে পড়া যায়। তবে ইবনে কাসীর এবং ফি যিলালিল কুরআনের তাফসির আয়াত ভিত্তিক আলাদা করা একটু দুরূহ ছিল। কোন কোন জায়গায় ২ আয়াতের তাফসীর এক সাথে করা হয়েছে। পাঠকগণ আশা করি এটা বুঝতে পারবেন। যাকে যে আয়াত এসাইন করা হয়, সেই আয়াত সমূহের ৩-তাফসীরের একটা সামারি করার অনুরোধ রইল। অবশ্যই আপনি এই তিন তাফসীরের বাইরে অন্য তাফসীরের রেফারেন্সও নিয়ে আসতে পারেন। হালাকার পক্ষ থেকে সব তাফসীর এক সাথে সংকলন করে দেয়া কষ্টসাধ্য।

To Everyone else: বাকি সবাই সম্পূর্ণ তাফসীর অন্তত একবার পড়ার চেষ্টা করি। প্রতিদিন ১-২ আয়াত করে পড়লে সম্পূর্ণ তাফসীর কয়েক দিনে শেষ করা সম্ভব হবে। সেই সাথে হালাকার শেষ অংশে : open discussion, Q&A এ অংশগ্রহণ করতে পারি।

আল কাদর **(1--5)**

Step 1: সহীহ তেলাওয়াত:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الم)
(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)
(وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ)
(لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ)
(تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ)
(سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ)

Step 2: সরল অনুবাদ:

In The Name Of Allah, The Beneficent, The Merciful

১) আমি এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে । (Surely We revealed it on the grand night.)

২) তুমি কি জানো, কদরের রাত কি ? (And what will make you comprehend what the grand night)

৩) কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও বেশী ভালো । (The grand night is better than a thousand months.)

৪) ফেরেশতারা ও রূহ এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়। (The angels and Jibreel descend in it by the permission of their Lord for every affair,)

৫) এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত। (Peace! it is till the break of the morning.)

Step 3: নামকরণ: প্রথম আয়াতের ‘ আল কদর’ শব্দটির এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

Step 4: নাযিলের সময়-কাল: এর মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে দ্বিমত রয়ে গেছে। আবু হাইয়ান বাহরুল মুহীত গ্রন্থে দাবী করেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটা মাদানী সূরা । আলী ইবনে আহমাদুল ওয়াহেদী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এটি মদীনায় নাযিলকৃত প্রথম সূরা। অন্যদিকে আল মাওয়ারদী বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মক্কী সূরা । ইমাম সুয়ূতী ইতকান গ্রন্থে একথাই লিখেছেন। ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে যুবাইর (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল। সূরার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলেও একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এর মক্কায় নাযিল হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। সামনের আলোচনায় আমি একথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবো।

Step 5: বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :

লোকদেরকে কুরআন মজীদের মূল্য,মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করাই এই সূরাটির বিষয়বস্তু। কুরআন মজীদের বিণ্যাসের ক্ষেত্রে একে সূরা আলাকের পরে রাখাই একথা প্রকাশ করে যে সূরা আলাকের প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে যেপবিত্র কিতাবটির নাযিল শুরু হয়েছিল তা কেমন ভাগ্য নির্ণয়কারী রাতে নাযিল হয়, কেমন মহান মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এবং তার এই নাযিল হওয়ার অর্থ কি এই সূরায় সেকথাই লোকদেরকে জানানো হয়েছে।

প্রথমেই আল্লাহ বলেছেন, আমি এটি নাযিল করেছি । অর্থাৎ এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয় বরং আমিই এটি নাযিল করেছি ।

এরপর বলেছেন, কদরের রাতে আমার পক্ষ থেকে এটি নাযিল হয়েছে। কদরের রাতের দু'টি অর্থ। দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

এক, এটি এমন একটি রাত যে রাতে তকদীরের ফায়সালা করা হয়। অথবা অন্য কথায় এটি সাধারণ রাতের মতো কোন মামুলি রাত নয়। বরং ভাগ্যের ভাঙা গড়া চলে । এই রাতে এই কিতাব নাযিল হওয়া নিছক একটি কিতাব নাযিল নয় বরং এটি শুধুমাত্র কুরাইশ ও আরবের নয়, সারা দুনিয়ার ভাগ্য পাল্টে দেবে। একথাটিই সূরা দুখানেও বলা হয়েছে ।

দুই, এটি বড়ই মর্যাদা, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের রাত। সামনের দিকে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি হাজার মাসের চাইতেও উত্তম । এর সাহায্যে মক্কার কাফেরদেরকে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশকৃত এই কিতাবকে নিজেদের জন্য একটি বিপদ মনে করেছে। তোমাদের ওপর এ এক আপদ এসে পড়েছে বলে তোমরা তিরস্কার করছো। অথচ যে রাতে এর নাযিল হবার ফায়সালা জারী করা হয় সেটি ছিল পরম কল্যাণ ও বরকতের রাত । এই একটি রাতে মানুষের কল্যাণর জন্য এত বেশী কাজ করা হয়েছে যা মানুষের ইতিহাসে হাজার মাসেও করা হয়নি। একথাটি সূরা দুখানের তৃতীয় আয়াতে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সবশেষে বলা হয়েছে, এই রাতে ফেরেশতারা এবং জিব্রীল নিজেদের রবের অনুমতি নিয়ে সব রকমের আদেশ নির্দেশ সহকারে নাযিল হন। (সূরা দুখানের চতুর্থ আয়তে একে জ্ঞানময় বা সুষ্ঠু বিধান বলা হয়েছে) সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এটি হয় পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার রাত। অর্থাৎ কোন প্রকার অনিষ্ট এ রাতে প্রভাব ফেলতে পারে না । কারণ আল্লাহর সমস্ত ফায়সালার মূল লক্ষ্য হয় কল্যাণ। মানুষের জন্য তার মধ্যে কোন অকল্যাণ থাকে না। এমনকি তিনি কোন জাতিকে ধ্বংশ করার ফায়সালা করলেও তা করেন মানুষের কল্যাণের জন্য, তার অকল্যাণের জন্য নয়।

Step 6: শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা:

Verse 1:

(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)

১) আমি এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে । (Verily, We have sent it down in the Night of Al-Qadr.)

তাফহীম:

১. মূল শব্দ হচ্ছে আনযালনাহু (আরবী ---------) " আমি একে নাযিল করেছি " কিন্তু আগে কুরআনের কোন উল্লেখ না করেই কুরআনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে । এর কারণ হচ্ছে , " নাযিল করা " শব্দের মধ্যেই কুরআনের অর্থ রয়ে গেছে । যদি আগের বক্তব্য বা বর্ণনাভংগী থেকে কোন সর্বনাম কোন বিশেষ্যের জায়গায় বসেছে তা প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে এমন অবস্থায় আগে বা পরে কোথাও সেই বিশেষ্যটির উল্লেখ না থাকলেও সর্বনামটি ব্যবহার করা যায়। কুরআনে এর একাধিক দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। (এ ব্যাপারে আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমূল কুরআন আন নাজম ৯ টীকা)

এখানে বলা হয়েছে আমি কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি আবার সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ,আরবী -------------------- "রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (১৮৫ আয়াতে) এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হেরা গুহায় যে রাতে আল্লাহের ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন সেটি ছিল রমযান মাসের একটি রাত। এই রাতকে এখানে কদরের রাত বলা হয়েছে। সূরা দুখানে একে মুবারক রাত বলা হয়েছে।বলা হয়েছে :আরবী ------------------------------------ "অবশ্যি আমি একে একটি বরকপূর্ণ রাতে করেছি। "(৩ আয়াত)

এই রাতে কুরআন নাযিল করার দু'টি অর্থ হতে পারে।এক ,এই রাতে সমগ্র কুরআন অহীর ধারক ফেরেশতাদেরকে দিয়ে হয় । তারপর অবস্থা ও ঘটনাবলী অনুযায়ী তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে তার আয়াত ও সূরাগুলো রসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করতে থাকেন।ইবনে আব্বাস (রা)এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন ।(ইবনে জারীর ,ইবনুল মুনযির,ইবনে আবী হাতেম ,হাকেম ,ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী)এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ,এই রাত থেকেই কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। এটি ইমাম শা'বীর উক্তি । অবশ্যি ইবনে আব্বাসের (রা)ওপরে বর্ণিত বক্তব্যের মতো তাঁর একটি উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়। (ইবনে জারীর) যা হোক , উভয় অবস্থায় কথা একই থাকে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কুরআন নাযিলের সিলসিলা এই রাতেই শুরু হয় এবং এই রাতেই সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। তবুও এটি একটি অভ্রান্ত সত্য , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং তাঁর ইসলামী দাওয়াতের জন্য কোন ঘটনা বা ব্যাপারে সঠিক নির্দেশ লাভের প্রয়োজন দেখা দিলে তখনই আল্লাহ কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলো রচনা করতেন না। বরং সমগ্র বিশ্ব - জাহান সৃষ্টির পূর্বে অনাদিকালে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানব জাতির সৃষ্টি , তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ , নবীদের ওপর কিতাব নাযিল , সব নবীর পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো এবং তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করার সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিলেন। কদরের রাতে কেবলমাত্র এই পরিকল্পনার শেষ অংশের বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই সময় যদি সমগ্র কুরআন অহী ধারক ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা মোটেই বিস্ময়কর নয়।

কোন কোন তাফসীরকার কদরকে তকদীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই রাতে আল্লাহ তকদীরের ফায়সালা জারী করার জন্য তা ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেন। সূরা দুখানের নিম্নোক্ত আয়াতটি এই বক্তব্য সমর্থন করে :

আরবী ---

" এই রাতে সব ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ ফায়সালা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। " (৪ আয়াত) অন্যদিকে ইমাম যুহরী বলেন , কদর অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা । অর্থাৎ এটি অত্যন্ত মর্যাদাশালী রাত । এই অর্থ সমর্থন করে এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতটি " কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও উত্তম"।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে , এটা কোন রাত ছিল ? এ ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। এ সম্পর্কে প্রায় ৪০ টি মতের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আলেম সমাজের সংখ্যাগুরু অংশের মতে রমযানের শেষ দশ তারিখের কোন একটি বেজোড় রাত হচ্ছে এই কদরের রাত। আবার তাদের মধ্যেও বেশীরভাগ লোকের মত হচ্ছে সেটি সাতাশ তারিখের রাত। এ প্রসংগে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো এখানে উল্লেখ করেছি।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেন : সেটি সাতাশের বা উনত্রিশের রাত। (আবু দাউদ) হযরত আবু হুরাইরার (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে সেটি রমযানের শেষ রাত । (মুসনাদে আহমাদ)

যির ইবনে হুবাইশ হযরত উবাই ইবনে কা'বকে (রা) কদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি হলফ করে কোন কিছুকে ব্যতিক্রম হিসেবে দাঁড় না করিয়ে বলেন , এটা সাতাশের রাত। (আহমাদ , মুসলিম , আবু দাউদ , তিরমিযী , নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান)

হযরত আবু যারকে (রা) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন , হযরত উমর (রা) , হযরত হুযাইফা (রা) এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু সাহাবার মনে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে , এটি রমযানের সাতাশতম রাত। (ইবনে আবী শাইবা)

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেছেন , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাগুলোর যেমন একুশ , তেইশ ,পঁচিশ , সাতাশ বা শেষ রাতের মধ্যে রয়েছে কদরের রাত। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , তাকে খোঁজ রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে যখন মাস শেষ হতে আর নয় দিন বাকি থাকে। অথবা সাত দিন বা পাঁচ দিন বাকি থাকে। (বুখারী) অধিকাংশ আলেম এর অর্থ করেছেন এভাবে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে বেজোড় রাতের কথা বলতে চেয়েছেন।

হযরত আবু বকর (রা) রেওয়ায়াত করেছেন , নয় দিন বাকি থাকতে বা সাত দিন বা পাঁচ দিন বা এক দিন বাকি থাকতে শেষ রাত। তাঁর বক্তব্যের অর্থ ছিল , এই তারিখগুলোতে কদরের রাতকে তালাশ করো। (তিরমিযী , নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ননা করেছেন , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : কদরের রাতকে রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে তালাশ করো। (বুখারী , মুসলিম , আহমাদ , তিরমিযী) হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এও বর্ণনা করেছেন যে , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশ রাতে ইতিকাফ করেছেন।

এ প্রসংগে হযরত মু'আবীয়া (রা) হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ যে রেওয়ায়াত করেছেন তার ভিত্তিতে পূর্ববর্তী আলেমগণের বিরাট অংশ সাতাশ রমযানকেই কদরের রাত বলে মনে করেন। সম্ভবত কদরের রাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহাত্ম থেকে লাভবান হবার আগ্রহে যাতে লোকেরা অনেক বেশী রাত ইবাদাতে কাটাতে পারে এবং কোন একটি রাতকে যথেষ্ট মনে না করে সে জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোন একটি রাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় , যখন মক্কা মু'আযযমায় রাত হয় তখন দুনিয়ার একটি বিরাট অংশে থাকে দিন , এ অবস্থায় এসব এলাকার লোকেরা তো কোন দিন কদরের রাত লাভ করতে পারবে না। এর জবাব হচ্ছে , আরবী ভাষায় ' রাত' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিন ও রাতের সমষ্টিকে বলা হয়। কাজেই রমযানের এই তারিখগুলোর মধ্য থেকে যে তারিখটিই দুনিয়ার কোন অংশে পাওয়া যাবে তার দিনের পূর্বেকার রাতটিই সেই এলাকার জন্য কদরের রাত হতে পারে ।

ইবনে কাসীর:

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি কুরআনে করীমকে লায়লাতুল কদর তথা মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। এই লায়লাতুল কদরকে আল লায়লাতুল মুবারাকা তথা বরকতময় রজনীও বলা হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ অর্থাৎ আমি কুরআন মজীদকে এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করিয়াছি। বস্তুত লায়লাতুল কদর ও লায়লাতুল মুবারাকা একই রজনী। ইহা রমযান মাসের একটি রাত।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ রমযান মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে।

ফী যিলালিল কোরআন:

তাফসীর

এই সূরাটিতে আলোচিত রাত সম্পর্কে সূরা 'দোখান'-এ বলা হয়েছে, 'আমিই নাযিল করেছি এ কোরআনকে পবিত্র এক রাত্রিতে, আমি তো বরাবর সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক কাজকে ভালো ও যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করে আলাদা ভাবে রাখা হয়। আমার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় হেদায়াতও আসে। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আমিই পাঠিয়েছি এই মহান বাণী। এটা তোমার রব-এর পক্ষ থেকে রহমত হিসাবে এসেছে। নিশ্চয়ই তিনি শোনেন জানেন।'

এ রাতটি হচ্ছে রমযান মাসের একটি রাত। সূরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতে বর্ণিত 'রমযান মাস— যার মধ্যে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে নাযিল হয়েছে কোরআন। এ কোরআন মানুষের জন্যে পথ প্রদর্শক, হেদায়াতের কথা স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে বর্ণনাকারী এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য-সৃষ্টিকারী' অর্থাৎ ওই রাতেই রসূল (স.)-এর ওপর কোরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছিলো, যাতে করে তিনি মানবমন্ডলীকে সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারেন। ইবনে ইসহাক-এর রেওয়ায়াত অনুসারে জানা যায়, সূরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত রমযান মাসেই নাযিল হয়েছিলো। সে সময়ে রসূলুল্লাহ (স.) হেরা গুহার মধ্যে গভীর ধ্যানে মশগুল ছিলেন।

এ রাতটির স্থিরীকরণের ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস পাওয়া যায়। কোনো হাদীস অনুসারে এই রাত হচ্ছে ২৭শে রমযানের রাত। কোনোটি অনুসারে ২১-এর রাত, আবার কোনোটি অনুসারে শেষ দশটি রাতের মধ্যে যে কোনো একটি বেজোড় রাত। আবার কারো মতে সারাটি রমযানের যে কোনো একটি রাত।

Verse 2:

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ)

২) তুমি কি জানো, কদরের রাত কি ?

তাফহীম:

ইবনে কাসীর:

ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে করীমকে লাওহে মাহফূজ হইতে একবারে প্রথম আকাশের বায়তুল ইয্‌যাত নামক স্থানে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করিয়া দীর্ঘ তেইশ বছরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ইহা অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা লায়লাতুল কদরের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ অর্থাৎ আর লায়লাতুল কদর সম্পর্কে তুমি কী জান? লায়লাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ফী যিলালিল কোরআন:

লাইলাতুল কদর

এই রাতের নাম হচ্ছে লাইলাতুল কদ্‌র। এর অর্থ হচ্ছে তকদীর ও তদবীর। অন্য অর্থ হচ্ছে মূল্যবান ও মর্যাদাবান। উভয় অর্থই সেই মহান ও সার্বজনীন ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল, যা সে রাতে ঘটেছিলো। অর্থাৎ কোরআন, ওহী ও রসূল নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা। গোটা সৃষ্টিজগতে এর থেকে বড় এবং স্থায়ী ঘটনা আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি। বান্দার জীবনে তকদীর ও তদবীর সম্পর্কে নির্দেশক ঘটনা এর থেকে বেশী আর কোনোটিই নয়। এ রাতটি হাজার মাস থেকেও উত্তম। আসলে হাজার মাসের কথা উল্লেখ করে বিশেষ একটি সীমাবদ্ধ সময়ের অর্থ বুঝানো হয়নি, বরং আধিক্য বুঝানোর জন্যই এ সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়েছে! এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে, হাজার হাজার মাস থেকেও বান্দার জীবনে এই রাতটি উত্তম। ওই ঘটনার পর হাজার হাজার মাস ও হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু সে মোবারক রাতে যে ঘটনাটি ঘটে গেলো অনুরূপ ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি– আর কোনোদিন ঘটবেও না। অর্থাৎ বিশ্বনবী (স.)-এর প্রতি ওহী আগমন, তাঁকে সারা বিশ্বের নেতা নির্বাচন এবং অবহেলিত, নিগৃহীত, মযলুম ও বঞ্চিত মানবতাকে স্বাধীন ও অধিকার সচেতন করে তোলার জন্যে এ রাতেই বিধান রচিত হয়েছিলো। যালেমদের যুলুমের হাতকে দমন করে মানুষকে খেলাফতের আসনে সমাসীন করার জন্যে সারা বিশ্বের মহান সম্রাটের পক্ষ থেকে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দানের এই বিপ্লবী ইতিহাস এই দিনেই রচিত হয়েছিলো। এ কাজ ও এমন দায়িত্বপ্রদান না পূর্বে কখনও হয়েছে, না আর কখনও হবে। সুতরাং মানুষের জীবনে হাজার হাজার কেন লক্ষ কোটি বছরেও কখনও অনুরূপ ঘটনা ঘটেনি আর কখনও ঘটবেও না। তাই, সেই রাতটির মর্যাদা স্মরণে এবং এ রাতের বরকত লাভের জন্য সে রাতের মধ্যে অবতীর্ণ অফুরন্ত বর্ণনাধারাতে অবগাহন ও তা আকণ্ঠ পান করা এবং প্রেমময় আল্লাহ পাকের দরবারে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার কাজ যে করতে পারে সে বড়োই সৌভাগ্যবান, বড়োই মর্যাদাবান।

Verse 3:

(لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ)

৩) কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও বেশী ভালো ।[২]

তাফহীম: ২. মুফাস্‌সিরগণ সাধারণভাবে এর অর্থ করেছেন , এ রাতের সৎকাজ হাজার মাসের সৎকাজের চেয়ে ভালো। কদরের রাত এ গণনার বাইরে থাকবে । সন্দেহ নেই একথাটির মধ্যে যথার্থ সত্য রয়ে গেছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রাতের আমলের বিপুল ফযীলত বর্ণনা করেছেন। কাজেই বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

আরবী ---

"যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদাতের জন্যে দাঁড়ালো তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হয়েছে। "

মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "কদরের রাত রয়েছে রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে । যে ব্যক্তি প্রতিদান লাভের আকাংক্ষা নিয়ে এসব রাতে ইবাদাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আল্লাহ তার আগের পিছনের সব গোনাহ মাফ করে দেবেন । "কিন্তু আয়াতে উচ্চারিত শব্দগুলোর একথা বলা হয়নি (আরবী ---------------------------------) (কদরের রাতের আমল হাজার রাতের আমলের চেয়ে ভালো) বরং বলা হয়েছে ," কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে ভালো । "আর মাস বলতে একেবারে গুণে গুণে তিরাশি বছর চার মাস নয় । বরং আরববাসীদের কথার ধরনই রকম ছিল ,কোন বিপুল সংখ্যার ধারণা দেবার জন্য তারা "হাজার "শব্দটি ব্যবহার করতো। তাই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এই একটি রাতে এত বড় নেকী ও কল্যাণের কাজ হয়েছে যা মানবতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন দীর্ঘতম কালেও হয়নি ।

ইবনে কাসীর:

وَمَا اَدْرٰكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ অর্থাৎ আর লায়লাতুল কদর সম্পর্কে তুমি কী জান? লায়লাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ।

ইমাম তিরমিযী (র) .... ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন যে, মু'আবিয়া (রা)-এর সংগে সন্ধি চুক্তি করার পর হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি মুসলমানদের মুখে চুনকালি মাখাইয়া দিয়াছেন কিংবা বলিল, হে মুসলমানদের মুখে কলংক লেপনকারী! উত্তরে হাসান (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন, আমাকে তুমি ধিক্কার দিও না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখানো হইয়াছিল যে, বনূ উমাইয়া তাঁহার মিম্বরে অবস্থান করিতেছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যথিত হন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কাওছার ও সূরা কদর অবতীর্ণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন যে, তাহারা এক হাজার মাস রাজত্ব করিবে। কাসিম (র) বলেন, আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, বনু উমাইয়ার রাজত্বকাল ছিল ঠিক এক হাজার মাস, একদিন কমও নয় বেশীও নয়। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! আপনার পর বনু উমাইয়া যে এক হাজার মাস রাজত্ব করিবে, লায়লাতুল কদর উহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনার মনক্ষুণ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই।

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটিকে গরীব বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার সনদের মধ্যে ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ লোকটি অখ্যাত। মোটকথা আলোচ্য হাদীসটি খুবই মুনকার এবং বনু উমাইয়ার রাজত্বকাল এক হাজার মাস হওয়া সম্পর্কিত কাসিমের বর্ণনাটি আপত্তিকর যা বিস্তারিতভাবে কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন যে, সে এক হাজার মাস পর্যন্ত সশস্ত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে কাটাইয়াছে। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ অবাক হইয়া যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কদর নাযিল করেন। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর সেই এক হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ, যাহাতে বনী ইসরাইলের লোকটি অস্ত্র পরিহিত অবস্থায় জিহাদ করিয়া কাটাইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সারারাত্রি জাগিয়া ইবাদত করিত এবং দিনভর আল্লাহ্‌র দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করিত। এইভাবে সে দীর্ঘ এক হাজার মাস কাটাইয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য সূরাটি নাযিল করিয়া জানাইয়া দিলেন— উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কদরের একরাত্রি বনী ইসরাইলের উক্ত ব্যক্তির এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আলী ইব্‌ন উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন উরওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আইয়ুব, যাকারিয়া, হিযকীল ইব্‌ন আজুয ও ইউশা ইব্‌ন নূন (আ) নামক বনী ইসরাঈলের এই চার ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন যে, ইহারা সুদীর্ঘ আশি বছর যাবত একাধারে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত থাকেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহারা আল্লাহ্‌র কোন নাফরমানী করেন নাই। ইহা শুনিয়া সাহাবাগণ অবাক হইয়া যান। ইত্যবসরে হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মত চার ব্যক্তির ইবাদতের কাহিনী শুনিয়া তো অবাক হইয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাযিল করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ الخ শুনাইয়া দিলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার সংগে সাহাবাগণও আনন্দিত হইলেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই রাতের আমল এক হাজার মাসের আমল অপেক্ষা উত্তম। ইব্‌ন জারীর (র) ইহার বর্ণনা করে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, লায়লাতুল কদর এমন হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহাতে লায়লাতুল কদর নাই। কাতাদা, ইব্‌ন দা'আমা এবং শাফেয়ী (র) প্রমুখও এই কথা বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রমযান মাস আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন ঃ লোক সকল! তোমাদের কাছে রমযান মাস আগমন করিয়াছে। ইহা বরকতময় মাস। এই মাসে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর রোযা ফরয করিয়াছেন। এই মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখা হয় ও শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত আছে যাহা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি এই রাতের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে, সে আসলেই কপাল পোড়া।"

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবে তাহার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

ফী যিলালিল কোরআন:

লাইলাতুল কদরের তাৎপর্য

এই মহান রাতের সঠিক মূল্যায়ন ও সঠিক চেতনা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। তাই তো বলা হচ্ছে, 'লাইলাতুল কদ্‌র' যে আসলে কি ও কতো মহান তা তুমি কি জানো? আসলে সেই মর্যাদাকে হৃদয়ংগম করার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলোর আশ্রয় নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কোরআন পাক নাযিলের কাজ শুরু করার জন্যে সে রাতটির নির্বাচনই সে রাতের মর্যাদার জন্যে যথেষ্ট। উপরন্তু গোটা ধরার বুকে সে মহিমাময় আলোর উজ্জ্বলতার প্লাবন এবং বিশ্বমানবতার জীবনে সে রাতে শান্তির যে ফোয়ারা ফুটেছিলো, যে বিপ্লব এসেছিলো মানুষের আকীদা-বিশ্বাসে, যে দোলা লেগেছিলো তাদের চিন্তাধারায় ও জীবন যাপন পদ্ধতিতে এবং তার মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়কর যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিলো, মানুষের সাংস্কৃতিক অংগনে এবং গোটা মানবতার জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের বিবেক যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিলো তাও চির অমলিন। (১)

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অনুমতিক্রমে কোরআন বহনকারী জিবরাঈল (আ.) সহ অন্যান্য বহু ফেরেশতার নাযিল হওয়া এবং এই রাতেই তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আর তার পরেই মহাকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হওয়ার চিত্র সূরাটির মধ্যে আঁকা হয়েছে। এসব কিছু মিলে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এর মাধ্যমে এক অভাবনীয় উপহার দান করেছে।

আজ বহু বসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা যখন সে পবিত্র ও সৌভাগ্যময় রাতের দিকে তাকাই, তখন আমরা অবশ্যই সেই ঐশী দূতের মধুর পরশকে স্মরণ করি, কল্পনা করি অপরূপ সেই ওহীর আগমনজনিত আনন্দ-উৎসবের দৃশ্যটিকে, যা সে মধুর রাতে বিশ্ব অবলোকন করেছিলো, সেই বাস্তব সত্যের ব্যাপারে যদি আমরা ভাবি যা সে রাতে সংঘটিত হয়েছিলো তাহলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় এবং এতোগুলো শতাব্দী পার হয়ে যাওয়ার পরও আমরা বারবার স্মরণ করছি ও পাতার পর পাতা লিখে চলেছি। পৃথিবীর এতো বিবর্তনের পরেও সে সুখময় মুহূর্তগুলোকে বড়ো যত্ন করে অন্তর ও অনুভূতির মণিকোঠায় ধরে রেখেছি। পৃথিবীর অসংখ্য ঘটনারাজির মধ্য থেকে বের করে নেয়া সেই মধুর বার্তাকে আটকে রেখেছি। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাই সত্য সঠিক এক মহা প্রলয়ংকারী ঘটনাকে। দেখতে পাই এ রাতে আগত কোরআনের ইংগিতবাহী নিগূঢ় সত্যটিকেও! তাই তো আল্লাহর পক্ষ থেকে, জিজ্ঞাসার সুরে বলা হচ্ছে। 'তুমি কি জানো সেই 'লাইলাতুল কদর'টি কি?'

এ রাতে প্রত্যেকটি বিজ্ঞানময় কাজ, যুক্তিভিত্তিক প্রত্যেকটি কথা ও জ্ঞানপূর্ণ বার্তা পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত হয়েছে। সকল কিছুর যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দ্বার এ রাতেই উন্মোচিত হয়েছে। মানুষের প্রকৃত মূল্যায়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো এবং অবিচার-অনাচারে ভরা বিশ্বে সুবিচার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হলো। মানুষ তার বাঞ্ছিত মর্যাদা পেলো, সারা বিশ্বের ইতিহাসে যা কোনোদিন কোনো জাতির, কোনো গোত্রের কোনো মানুষ লাভ করেনি। সমাজের বুকে প্রত্যেকে তার যথাযথ স্থান পেলো, পেলো অনবদ্য মানসিক শান্তি!

আজ মানুষের দুর্ভাগ্য, মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে এ পবিত্র রাতের সঠিক মূল্যায়ন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সে জানে না সেই সৌভাগ্য রজনীতে আগত ঘটনার প্রকৃত মর্যাদা। এর কারণ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামতসমূহকে ভুলে গেছে এবং তার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি থেকে উদাসীন হয়ে গেছে। সে সৌভাগ্যের সুফল পেতে সে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রকৃত শান্তি লাভ করা থেকে আজ সে বহু যোজন দূরে সরে গিয়েছে। সে আজ বিবেকের শান্তি ও ঘরের শান্তি হারিয়ে ফেলেছে।(১) এটা একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই তাকে দিয়েছে, দিতে পেরেছে। যা বস্তুবাদী– 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও' এর প্রবক্তারা এবং পুঁজিবাদের ধ্বজাধারীরা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। এ হচ্ছে মানবতার এক চরম দুর্ভাগ্য, সব রকমের বিলাস ব্যসন দ্রব্য লাভের পরও এবং সর্বপ্রকার জীবন ধারণ সামগ্রী হাসিলের পরেও নিজ প্রকৃত মনিব ও তাঁর বাণীকে ভুলে যাওয়ার এ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

সে মোবারক রাতে, সে পবিত্র রজনীতে যে সৌভাগ্যপ্রদীপ তার সমুজ্জ্বল প্রভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো, সুন্দর ও মধুমাখা সেই নূরের ঝলক আজ নিভে গেছে, আজ আধুনিকতাগর্বী হতভাগা ব্যক্তির হৃদয় থেকে সেই উজ্জ্বল খুশী হারিয়ে গেছে, যা এক সময়ে তাকে ঊর্ধাকাশের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলো, আজ তার অন্তরাত্মার আনন্দ ও শান্তি দূর হয়ে গেছে। আত্মার শান্তি সঠিক জ্ঞানের সুষমাময় আলো এবং ইল্লিয়্যীনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছানোর যে আশা-ভরসা ছিলো, তার পরিবর্তে আজ যা সে পাচ্ছে তা তার জীবনকে হতাশায় ভরে দিয়েছে।

অপরদিকে আমরা মোমেন বা যারা আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্ত তারা যেন ভুলে না যাই অথবা উদাসীন না হয়ে যাই সে মহামূল্যবান উপদেশমালা আমাদের কাছে আছে তার সূত্রপাত হয়েছিলো মহান রাতে, যা আমাদেরকে আমাদের প্রিয়নবী (স.) জীবন যাপনের সহজ সরল পথ হিসাবে দিয়ে গেছেন। যাতে করে আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় আমরা চিরদিন তার শিক্ষাকে সঞ্চিত রাখতে পারি, পরিবর্তিত পৃথিবীর যাবতীয় ঝড়ঝঞ্ঝার কবল থেকে এ কেতাবের প্রতি আমাদের মহব্বতকে রক্ষা করতে পারি। এই রাত্রির জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি এবং তাকে অনুসন্ধান করি রমযানের শেষ দশ রাতে। বোখারী ও মুসলিম দুটি সহীহ হাদীসে যে হাদীসটি আমরা পাই তা হচ্ছে, রমযান মাসের শেষ দশ রাতে কদরের রাতকে অনুসন্ধান করো। এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীস জানা যায় এবং তা হচ্ছে, ঈমান ও আত্মজিজ্ঞাসা সহকারে যে ব্যক্তি রমযান মাসে আল্লাহর স্মরণে দাঁড়ালো, নামায আদায় করলো তার পূর্ববর্তী সকল গুণাহ মাফ করে দেয়া হবে।

ইসলাম শুধু বাহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.) এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। লাইলাতুল ক্বদর-এ যে ক্বেয়াম করা হয় তা হতে হবে 'ঈমান ও আত্মজিজ্ঞাসা সহকারে।' এই ভাবে নামায পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেন এই রাতে সেই মহান অর্থ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কেয়াম করতে (নামাযে দাঁড়াতে) পারে যে উদ্দেশ্যে এই কোরআন নাযিল করা হয়েছে। 'ঈমান' সহ, অর্থাৎ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই এই দাঁড়ানোর কাজটি (নামায পড়া) যেন সংঘটিত হয়। 'এহ্‌তেসাবান', অর্থাৎ মনের মধ্যে এই দাঁড়ানোর সঠিক তাৎপর্য যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠে। কোরআন নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য যেন এই কাজের দ্বারা সফল হয়।

প্রশিক্ষণের ইসলামী পদ্ধতি হচ্ছে অন্তরের মধ্যে এবাদাত এবং তার তাৎপর্যকে পুনরুজ্জীবিত করে রাখা, এই সকল তাৎপর্যকে স্পষ্ট ও জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তোলার উপায় হিসাবে একে গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে মানুষের চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় এবং কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে সীমাবদ্ধ না হয়ে যায়। একথা প্রমাণিত সত্য যে, এবাদাতের তাৎপর্য হচ্ছে তাকে বাস্তব রূপ দেয়া। বিবেককে জাগিয়ে তোলা এবং জীবনকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য এটাই একমাত্র সঠিক পদ্ধতি। অর্থাৎ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে ইসলামী প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। মুখের কথার সাথে কাজের যদি মিল না থাকে তবে ইসলামে সে বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। শুধু মুখের দাবী ব্যক্তি জীবন বা সামষ্টিক জীবনে কোনো পরিবর্তন বা পরিশুদ্ধি আনয়ন করে না। মুখে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং একমাত্র তাঁরই অনুগত বান্দা বলে দাবী করার পর যদি বাস্তব জীবনে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত অন্য কারো হুকুমের কাছে নতি স্বীকার করা হয়, তাহলে তা তার ঈমানের দাবীর বিপরীত– এহেন দাবী নিষ্ফল ও নিরর্থক।

এই জন্যে লাইলাতুল কদরে আল্লাহ পাকের স্মরণ-এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণ ঈমানী চেতনা নিয়ে আল্লাহর আনুগত্য বাস্তবে করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে আত্মজিজ্ঞাসা করা এবং সাথে সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হওয়া। আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতায় বিশ্বাসী থেকে যে ব্যক্তি তার কথা ও কাজের মিল আনয়ন করার চেষ্টা করবে এবং এভাবে কাজ করতে গিয়ে যে কোনো ঝুঁকির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকবে, তারই লাইলাতুল কদরে দাঁড়ানোর মাঝে সার্থকতা আছে বঝুতে হবে। নিছক বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত দ্বারা এই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

Verse 4:

(تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ)

৪) ফেরেশতারা ও রূহ[৩] এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়[৪] ।

তাফহীম: ৩. রূহ বলতে জিব্রীল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে সমস্ত ফেরেশতা থেকে আলাদা করে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে ।

৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের তরফ থেকে আসে না । বরং তাদের রবের অনুমতিক্রমে আসে । আর প্রত্যেকটি হুকুম বলতে সূরা দুখানের ৫ আয়াতে "আমরে হাকীম "(বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ) বলতে যা বুঝানো হয়েছে এখানে তার কথাই বলা হয়েছে ।

ইবনে কাসীর:

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ অর্থাৎ অধিক বরকতময় হওয়ার কারণে অধিক পরিমাণ ফেরেশতা এই রাত্রিতে দুনিয়াতে অবতরণ করেন। اَلرُّوْحُ দ্বারা উদ্দেশ্য অনেকের মতে হযরত জিবরীল (আ)। কেহ বলেন, اَلرُّوْحُ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতা। যেমন সূরা নাবায় বলা হইয়াছে।

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার সম্পর্ক سَلَامٌ -এর সংগে। অর্থাৎ এই রজনী সর্ববিষয় হইতে নিরাপদ।

সাঈদ ইব্‌ন মনসূর (র)......... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ سَلَامٌ هِيَ অর্থ এই রজনী সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহাতে শয়তান কোন প্রকার অপকর্ম ও অনিষ্ট করিতে পারে না।

কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন ঃ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ অর্থ এই রজনীতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং মানুষের হায়াত ও রিযিক নির্ধারণ করা হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ অর্থাৎ এই রজনীতে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ সাঈদ ইব্‌ন মনসূর (র) ...... শা'বী (র) হইতে বলেন, শা'বী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, লায়লাতুল কদরে ফেরেশতাগণ ফজর পর্যন্ত মসজিদবাসীদের উপর সালাম করিতে থাকে।

ইব্‌ন জারীর (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ঃ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ইমাম বায়হাকী (র) "ফাযায়েলুল আওকাত" নামক গ্রন্থে আলী (রা) হইতে কদরের রাত্রে ফেরেশতাদের অবতরণ তাহাদের মুসল্লীদের পরিদর্শন ও মুসল্লীদের বরকত লাভ সম্পর্কিত একটি অভিনব আছর বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন আবূ হাতিম কা'ব আল-আহবার (র) হইতে সিদরাতুল মুনতাহা হইতে হযরত জিবরীল (আ)-এর সংগে ফেরেশতাদের পৃথিবীতে অবতরণ এবং তাহাদের ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু'আ করা সংক্রান্ত দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, রমযানের সাতাশ কিংবা উনত্রিশতম রাত হইল লায়লাতুল কদর। এই রাত্রে অগণিত ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করেন।

আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) বলেন ঃ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ অর্থ এই রাত্রে নূতন কোন ঘটনা ঘটে না। কাতাদা ও ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, ফজরের রাত্রি সবটাই মঙ্গলময় ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাত্রে কোন অকল্যাণ ঘটে না।

ইমাম আহমদ (র)....... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কদরের রাত হইল রমযানের শেষ দশ দিনে। যে ব্যক্তি এই দশ রাতে সওয়াবের নিয়াতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইহা যে কোন বেজোড় রাত্রিতে হইয়া থাকে। একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ, উনত্রিশ কিংবা শেষ রাত্রিতে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ "লায়লাতুল কদরের লক্ষণ হইল এই রাতটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জ্যোতির্ময় ও শান্ত থাকে। না গরম থাকে, না ঠাণ্ডা। এই রাতে ফজর পর্যন্ত কোন নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয় না। আরেকটি লক্ষণ হইল, সে রাতের সকাল বেলা যে সূর্য উদিত হয় তাহাতে কিরণ থাকে না। ঠিক পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শান্ত-শীতল থাকে। সেদিন সূর্যের সহিত শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না।"

ইবন আবূ আসিম নবীল (র)....... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "একবার আমি লায়লাতুল কদরের সন্ধান পাইয়াছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে উহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা রমযানের শেষ দশ রাত্রির কোন এক রাত্রিতে হইয়া থাকে। রাতটি হয় খুব আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল। না থাকে গরম, না থাকে ঠাণ্ডা— যেন আকাশে চন্দ্র বিরাজমান। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাতে শয়তানের আবির্ভাব হয় না।"

লায়লাতুল কদর পূর্ববর্তী উম্মতদের আমলেও ছিল কিনা এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে দ্বিমত রহিয়াছে। আবূ মুসআব আহমাদ ইব্ন আবূ বকর যুহরী (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এই উম্মতের হায়াত পূর্ববর্তী উম্মতের চেয়ে অনেক কম। বিধায় এই উম্মত আমলের দিক হইতে পূর্ববর্তীদের সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারে না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে একটি রাত দান করিয়াছেন, যাহা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার অবশিষ্ট পূর্বের উম্মতের আমলে এই রাতটি ছিল না। শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী জনৈক ইমাম ঈদ্দা নামক গ্রন্থ রচয়িতা ইহাকেই জমহুর উলামার সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খাত্তাবী (র) ইহাতে সকলের ঐক্যমত আছে বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... মারছাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মারছাদ (র) বলেন, আমি হযরত আবূ যর (রা) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি লায়লাতুল কদর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিতাম। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জানিতে চাই যে, লায়লাতুল কদর কি রমযানে হইয়া থাকে, না অন্য কোন মাসে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "রমযান মাসে।" আমি বলিলাম, ইহা কি শুধু নবীদের জীবিত থাকা পর্যন্তই সীমিত, না কি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে? তিনি বলিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।" আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রমযানের কোন্ তারিখে?' তিনি বলিলেন, রমযানের প্রথম ও শেষ দশদিন অনুসন্ধান কর।" ইহার পর আমি আর কোন কথা কহিলাম না এবং তিনি অন্য কথায় চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর সুযোগ পাইয়া আমি আবারো জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! এই দুই দশের কোন দশে উহা তালাশ করিব? তিনি বলিলেন, শেষ দশে তালাশ কর। এরপর আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।" এই বলিয়া তিনি অন্য কথা বলিতে শুরু করেন। পুনরায় সুযোগ পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! বলুন না দশ দিনের কোন্ দিনে উহা অনুসন্ধান করিব? শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) চরমভাবে রাগিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে এমন রাগ করিতে কখনো দেখা যায় নাই। অতঃপর বলিলেন, যাও শেষ সপ্তাহে তালাশ কর। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য বিশিষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী নবীদের আমলেও ছিল। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবেকদর কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর শুধুমাত্র রমযান মাসেই হইয়া থাকে।

ইমাম আবূ দাউদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদিন আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ "লায়লাতুল কদর প্রতি রমযান মাসে হইয়া থাকে।"

আবূ রাযীন (র) বলেন, শবে কদর রমযানের প্রথম রাতেই হইয়া থাকে। কেহ বলেন, রমযানের সপ্তদশ রাতে। এ মতের সপক্ষে ইমাম আবূ দাউদ, ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস শাফেয়ী এবং হাসান বসরী (র) হইতেও এইরূপ মতামত পাওয়া যায়।

হযরত আলী ও ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, লায়লাতুল কদর হইল রমযানের উনবিংশতি রাত আর কেহ বলেন, একবিংশতি রাত। কারণ হযরত আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রমযানে প্রথম দশকে ইতিফাক করেন আর আমরাও তাঁহার সহিত ইতিকাফ করি। শেষে জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন ঃ আপনি যাহা সন্ধান করিতেছেন তাহা আপনার সম্মুখে রহিয়াছে। আপনি মধ্যম দশকেও ইতিকাফ করুন। এই দশক শেষ হওয়ার পরও জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন, আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন আসলে তাহা আরো সম্মুখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ তারিখে সকালে দাঁড়াইয়া জনতার উদ্দেশে বলিলেন ঃ "পূর্বের ক'দিন যাহারা আমার সহিত ইতিকাফ করিয়াছ তাহার বাকী কয়টি দিন ইতিকাফ কর। আমি লায়লাতুল কদর দেখিয়াছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লায়লাতুল কদর হইল রমযানের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাত্রিতে। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন আমি কাদা পানিতে সিজদা করিতেছি।"

বর্ণনাকারী বলেন, মসজিদের ছাদে ছিল খেজুর পাতার ছাউনি। আর তখন আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না। কিন্তু পরে আকাশে মেঘ ধরে যায় এবং বৃষ্টি হয়। ফজরের নামায আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে আদায় করি। নামায শেষে সত্যি সত্যিই দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কপালে কাদামাটি লাগিয়া আছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

কেহ বলেন, লায়লাতুল কদর হইল, রমযানের তেইশতম রাত আবার কাহারো মতে চব্বিশতম রাত। আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত।"

ইমাম আহমদ (র)....... বিলাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বিলাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "লায়লাতুল কদর (রমযানের) চব্বিশতম রাত। এই হাদীসের রাবী ইব্ন লাহীয়া দুর্বল। তদুপরি বিলাল (রা) নিজেই ইহার বিপক্ষে মত পেশ করিয়াছেন। যেমন–

ইমাম বুখারী (র)....... আবূ আব্দুল্লাহ সানাবিহী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আব্দুল্লাহ সানাবিহী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুআয্যিন হযরত বিলাল (রা) বলিয়াছেন ঃ লায়লাতুল কদর সাতাশতম রাত। ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসউদ, জাবির, হাসান, কাতাদা এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন ওহাব (র)-এর মতেও লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত। সূরা বাকারায় হযরত ওয়াছিলা ইব্ন আশকার হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুরআনে রমযানের চব্বিশতম রাত্রিতে অবতীর্ণ হইয়াছে।" কেহ বলেন, পঁচিশতম রাত। প্রমাণ বুখারী শরীফের একটি হাদীস। ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "লায়লাতুল কদরকে তোমরা রমযানের শেষ দশকের পঞ্চম, সপ্তম বা নবম তারিখে অনুসন্ধান কর।"

কেহ বলেন, সাতাশতম রাত। ইমাম মুসলিম (র) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মুআবিয়া, ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা), প্রমুখও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ লায়লাতুল কদর রমযানের সাতাশতম রাত। পূর্বসূরী বহুসংখ্যক আলিমের মতও ইহাই। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মাসলাকও ইহাই এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে এইরূপ মত পাওয়া যায়। অনেকে এই সূরার هِيَ শব্দ দ্বারা লায়লাতুল কদর সাতাশতম তারিখে হওয়ার সপক্ষে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। কারণ هِيَ এই সূরার সাতাশতম শব্দ।

তাবারানী (র)....... কাতাদা ও আসিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে কাতাদা ও আসিম (র) ইকরিমা (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, উমর (রা) একদিন সাহাবাদেরকে একত্রিত করিয়া লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরে উপস্থিত সকলেই এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, উহা রমযানের শেষ দশকে হইয়া থাকে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আমি উমর (রা)-কে বলিলাম, শুধু তাহাই নহে শেষ দশকের কোন্ রাত তাহাও আমার জানা আছে। উমর (রা) বলিলেন, তাহলে বলুন, কোন্ রাত? আমি বলিলাম, শেষ দশকের সাতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা সাতদিন অবশিষ্ট থাকিবে। শুনিয়া উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা আপনি কি করিয়া বুঝিলেন? আমি বলিলাম, আকাশ সাতটি,

যমীন সাতটি, মানুষের খাদ্য সাত প্রকার, সিজদা করা হয় সাত অংগের উপর, তাওয়াফ করিতে হয় সাত বার এবং কংকর নিক্ষেপ করিতে হয় সাতটি—এইভাবে তিনি সাত সংখ্যার আরো অনেক কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। উমর (রা) আপনি আসলে এমন কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে নাই। উল্লেখ যে, খাদ্য সাতটি বলিয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا এই আয়াতের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। কারণ এই আয়াতে সাত প্রকার খাদ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ বলেন, উনত্রিশতম রাত।

ইমাম আহমদ (র) উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'লায়লাতুল কদর রমযান মাসে হয়। অতএব তোমরা রমযানের শেষ দশকে উহা অনুসন্ধান কর। কারণ শেষ দশকের একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ ও উনত্রিশ অর্থাৎ যে কোন বেজোড় রাত্রিতে কিংবা শেষের রাত্রে শবেকদর হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলিয়াছেন, "উহা সাতাশ বা উনত্রিশ তারিখে হইয়া থাকে। এই রাতে অসংখ্য ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করে।" কারো কারো মতে, লায়লাতুল কদর হইল রমযানের শেষ রাত্রি। উপরোক্ত বর্ণনাগুলি সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন যে, এইগুলি মূলত রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন জনের প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিলেন। যেমন কেহ বলিয়াছিল হুযূর। লায়লাতুল কদর কি অমুক রাতে তালাশ করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ঠিক আছে কর। অন্যথায় লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্ট এক রাত যাহা কখনো নড়চড় হয় না। ইমাম তিরমিযী (র) শাফেয়ী (র)-এর এই মতের সপক্ষে রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ কিলাবা (র) বলেন, রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর রদ-বদল হইয়া থাকে। মালিক, ছাওরী, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবূ ছাওর মুযনী ও আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মা (র) প্রমুখ এই মতের সপক্ষে রায় দিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (র) হইতেও কাযী এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, কতিপয় সাহাবী লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ সপ্তমে স্বপ্নযোগে দেখিতে পান। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের সকলের স্বপ্ন একই মতের হইয়াছে। কেহ এই রাত্রি অনুসন্ধান করিতে চাহিলে যেন সে শেষ সপ্তমে অনুসন্ধান করে।

বুখারী ও মুসলিমে ইহাও আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রি অনুসন্ধান কর। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতের সপক্ষে নিম্নের হাদীসটি পেশ করা যায় যে,

উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাদেরকে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন। আসিয়া

দুই ব্যক্তিকে ঝগড়া করিতে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের লায়লাতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের ঝগড়ার কারণে আমার অন্তর হইতে উহা উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। তবে সম্ভবত ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অতএব তোমরা পঁচিশ, সাতাশ বা উনত্রিশ তারিখে উহা অনুসন্ধান কর।" এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্ট। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি করিয়া উহার দিন তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, হয়তো বা রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু সেই বছরের লায়লাতুল কদরের তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য নয়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করিয়াছিলেন। ওফাতের পর তাঁহার স্ত্রীগণ এই দশদিন ইতিকাফ করিতেন।

আয়িশা (রা) বলেন, রমযানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ (সা) রাত জাগিয়া ইবাদত করিতেন, পরিবার- পরিজনকে জাগাইয়া দিতেন এবং তিনি কোমর বাঁধিয়া লইতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রমযানের শেষ দশদিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিশ্রম করিয়া ইবাদত করিতেন যাহা অন্য সময়ে করিতেন না। বস্তুত ইহাই কোমর বাঁধার অর্থ। কেহ বলেন, কোমর বাঁধা অর্থ রমণী সংশ্রব বর্জন করা। আবার উভয়টিও উদ্দেশ্য হইতে পারে। যেমন ঃ

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রমযানের শেষ দশদিনে কোমর বাঁধিয়া লইতেন এবং স্ত্রীদের সংশ্রব ত্যাগ করিতেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, রমযানের শেষ দশদিনের প্রতি রাত্রে সমানভাবে লায়লাতুল কদর তালাশ করা উচিত। এক রাতের উপর অন্য রাতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়।

উল্লেখ্য যে, এমনিতে সর্বদাই অধিক পরিমাণে দু'আ করা মুস্তাহাব। তবে রমযানে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং রমযানের শেষ দশকে আরো বেশী, শেষ দশকের বেজোড় রাতে আরো বেশী করিয়া দু'আ করা মুস্তাহাব। দু'আর ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ। পাঠ করা মুস্তাহাব।

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা শবে কদরের সন্ধান পাইলে আমি কি দু'আ করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) বলেন, সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাত সংলগ্ন সপ্তম আকাশের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। উহার চূড়া জান্নাতে এবং ডাল-পালা কুরসীর নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। উহা এত সংখ্যক ফেরেশতার অবস্থান যাহার সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো জানা নাই। তাহারা ডালে-ডালে আল্লাহ্র

ইবাদত করে। চুল পরিমাণ এতটুকু জায়গাও খালি নাই, যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা অবস্থান করে না। উহার মধ্যখানে হযরত জিবরীল (আ)-এর আসন। কদরের রাত্রিতে সেখানকার সকল ফেরেশতাদের সংগে লইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জিবরীল (আ)-কে নির্দেশ দেন। এদের প্রত্যেকের হৃদয়েই আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের প্রতি দয়া ও করুণা দান করিয়াছেন। ফলে শবে কদরে সূর্যাস্তের সংগে সংগে তাঁহারা জিবরীল (আ)-এর সংগে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে এবং দণ্ডায়মান কিংবা সিজদারত অবস্থায় ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু'আ করে। তবে গীর্জা, মন্দির, অগ্নিপূজা ঘর, আবর্জনার ফেলার স্থান, যে ঘরে নেশাদার দ্রব্য থাকে, যে ঘরে মূর্তি স্থাপন করা থাকে ইত্যাদি অপবিত্র স্থানে তাঁহারা গমন করেন না। রাতভর তাঁহারা ঈমানদারদের জন্য দু'আ করিতে থাকে। হযরত জিবরীল (আ) প্রত্যেক ঈমানদারের সহিত মুসাফাহা করেন। ইহার লক্ষণ হইল, সেই রাতে খোদার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া হৃদয় বিগলিত হওয়া ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হওয়া। হযরত জিবরীল (আ)-এর মুসাফাহার ফলেই এমন হইয়া থাকে।

কা'ব (রা) বলেন, এই রাত্রে কেহ তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করিলে একবারের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন, একবারের বিনিময়ে দোজখ হইতে মুক্তি দান করেন এবং একবারের বিনিময়ে জান্নাত দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কা'ব আল-আহবারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সঠিক বিশ্বাসে ইহা পাঠ করিবে, তাহার জন্য এই পুরস্কার? উত্তরে কা'ব (রা) বলেন, সঠিক বিশ্বাসী ছাড়া কি কেহ লায়লাতুল কদরের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেন? আমি সেই আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কদরের রাত্রি কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য বড় ভারী হইয়া থাকে। যেন তাহাদের মাথার উপর পাহাড় চড়িয়া বসে। ঠিক সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশতারা এইভাবে দায়িত্ব পালন করিতে থাকে।

এইবার ফেরার পালা। সর্বপ্রথম হযরত জিবরীল (আ) উপরে আরোহণ করিয়া উর্ধ্ব দিগন্তে নিজের পালক চড়াইয়া দেন। তাঁহার সবুজ বর্ণের দুইটি পালক এমন আছে যাহা এই দিন ব্যতীত অন্য কখনো বিস্তার করেন না। ইহাতে সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। অতঃপর একে একে অন্যান্য ফেরেশতারা উপরে চলিয়া যান। হযরত জিবরীল (আ)-এর দুই পালকের নূর এবং অন্যান্য ফেরেশতাদের নূর একত্রিত হইয়া সেইদিন সূর্যের আলোকে ম্লান করিয়া দেয়। হযরত জিবরীল (আ) ও অন্যান্য ফেরেশতারা সেইদিন পৃথিবী ও প্রথম আকাশের মাঝে অবস্থান করিয়া ঈমানদার নর-নারী, ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা পালনকারীদের জন্য ইসতিগফার ও রহমতের দু'আ করিতে থাকে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে তাহারা প্রথম আকাশে প্রবেশ করিয়া বৃত্তাকারে বসিয়া পড়ে। তখন প্রথম আকাশের ফেরেশতারা আসিয়া তাঁহাদের সংগে মিলিত হইয়া দুনিয়ার এক এক করিয়া সকল নারী-পুরুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর ইহারা উত্তর দিতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি কি কাজ করিয়াছে

অমুক ব্যক্তিকে তোমরা কি অবস্থায় পাইয়াছ? উত্তরে তাঁহারা বলেন, গত বছর তো অমুককে ইবাদাতে লিপ্ত পাইয়াছি কিন্তু এইবার পাইয়াছি বিদ'আতে লিপ্ত অবস্থায় আর অমুক ব্যক্তিকে বিগত বছর বিদ'আতে লিপ্ত পাইয়াছি আর এইবার রুকু সিজদা অবস্থায় পাইয়াছি।

একদিন একরাত তাঁহারা প্রথম আকাশে থাকিয়া দ্বিতীয় আকাশে চলিয়া যান। এইভাবে প্রত্যেক আকাশে একদিন একরাত অবস্থান করিতে করিতে একসময় নিজেদের আসল আবাসে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছিয়া যায়। সিদরাতুল মুনতাহা তাঁহাদিগকে বলে, হে আমার অধিবাসীগণ! আমারও তোমাদের উপর অধিকার রহিয়াছে, আমিও তাহাদেরকে ভালোবাসি যাহারা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে। দুনিয়ার লোকদের ভালো-মন্দ সংবাদ আমাকেও শুনাও। কা'ব (রা) বলেন, তখন ফেরেশতারা এক এক করিয়া নিজের ও বাপের নাম ধরিয়া দুনিয়ার সকল নারী ও পুরুষের অবস্থা তুলিয়া ধরিবে। অতঃপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে বলে, তোমার অধিবাসীরা তোমাকে কি সংবাদ দিয়াছে, আমাকে একটু শুনাও। সিদরাতুল মনতাহা জান্নাতকে সকল বৃত্তান্ত শুনায়। শুনিয়া জান্নাত বলে অমুক পুরুষের উপর আল্লাহ্‌র রহম হউক, অমুক নারীর উপর আল্লাহ্‌র রহম হউক। হে আল্লাহ্! অতিসত্ত্বর তাহাদেরকে আমার কোলে পৌছাইয়া দাও। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সকলের পূর্বে আসন গ্রহণ করিয়া বলিবেন, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে আমি তোমাকে সিজদারত পাইয়াছি, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। সংগে সংগে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা বলিয়া উঠিবে, অমুক নর ও অমুক নারীর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক, অমুককে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

অতঃপর জিবরীল (আ) বলিবেন, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে গত বছর ইবাদাতে লিপ্ত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এই বছর তাহাকে বিদআত ও অপকর্মে লিপ্ত পাইয়াছি। সে তোমার হুকুম-আহকাম ছাড়িয়া দিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, শুন জিবরীল, যদি সে তাওবা করে, মৃত্যুর তিনঘণ্টা আগেও যদি তাওবা করে তো আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। শুনিয়া জিবরীল (আ) বলেন, ইলাহী! সকল প্রশংসার মালিক তুমি। তুমি তোমার সকল সৃষ্টি অপেক্ষা দয়ালু। তোমার সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির যতটুকু দয়া তাহাদের উপর তোমার দয়া অনেক বেশী। তখন আরশ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব এবং আকাশমণ্ডলী ও উহাতে যাহা আছে সবই দুলিয়া উঠে। সকলেই বলিয়া উঠে, সমস্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, সকল প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। রাবী বলেন, কা'ব (রা) আরো উল্লেখ করেন যে, যে রমযান মাসে রোযা রাখে এবং রমযানের পরও গুনাহ হইতে বিরত থাকার সংকল্প রাখে, সে সওয়াল-জওয়াব ও হিসাব-কিতাব ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ফী যিলালিল কোরআন:

Verse 5:

(سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ)

৫) এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত।[৫]

তাফহীম: ৫. অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারাটা রাত শুধু কল্যাণ পরিপূর্ণ। সেখানে ফিতনা ,দুস্কৃতি ও অনিষ্টকারিতার ছিটেফোটাও নেই।

ইবনে কাসীর:

ফী যিলালিল কোরআন:

Step 7: Lesson and Conclusion: Summary/conclusion from the discussion above.

সংকলনে :

Islamic Intellects and Outreach Society
Email: intellects.society@gmail.com
Website: www.intellectssociety.org